যুগান্তর

ক্যাম্পাস : রণক্ষেত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর) উপাচার্য ও প্রক্টরকে সরকারের দালাল আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে তাদের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, হলের প্রভোস্ট পরিবর্তন একটি কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত। আমরা এর পক্ষে বা বিপক্ষে নেই। ছাত্রলীগ বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে যে আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছে তা সমর্থনযোগ্য নয়। গতকাল সকালে উপাচার্য সব হলের প্রভোস্ট এবং সিন্ডিকেট সদস্যদের নিয়ে পৃথক জরুরি সভা করে পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর প্রভোস্ট সুলতানা শফিকে অব্যাহতি দিয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক হাবিবা খাতুনকে নতুন প্রভোস্ট নিয়োগ করেছেন। তিনি গতকালই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এদিকে ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে। অধ্যাপক সুলতানা শফি বলেছেন, 'উপাচার্য তার ক্ষমতাবলে প্রভোস্ট নিয়োগ অথবা অব্যাহতি দিতে পারেন। তবে আমার অব্যাহতি দুঃখজনক। তিনি মুখে বলেন বহিরাগতরা থাকতে পারবে না, বাস্তবে সাধারণ ছাত্রীদের পিটিয়ে হল থেকে বের করা হল এবং বহিরাগতরা আশ্রয় পেল।'

রাতের ঘটনা : মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে সুলতানা শফির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনকারী ছাত্রদলের হল শাখার অছাত্র ও বহিরাগত নেত্রীদের হল থেকে বিতাড়নের দাবিতে সাধারণ ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। রাত ৮টার দিকে তারা লুসি, শান্তা মালিহা, মৌসহ ৮/৯ জনকে ২৩৫ নম্বর কক্ষে অবরুদ্ধ করে মারধর করে। খবর পেয়ে সিনিয়র সহকারী প্রক্টর ফাতেমা বেগমের নেতৃত্বে চার সহকারী প্রক্টর হলে যান। তারা প্রভোস্টের কক্ষে গিয়ে সুলতানা শফিকে ছাত্রীদের উদ্ধারের অনুরোধ জানালে তিনি বহিরাগতদের সঙ্গে আলোচনায় অস্বীকৃতি জানান। সহকারী প্রক্টরদের আগমনের খবর পেয়ে ছাত্রীরা প্রভোস্টের কক্ষ ঘিরে ফেলে। রাত সাড়ে ৯টার দিকে ৪০ জন মহিলা পুলিশসহ বেশ কিছুসংখ্যক পুলিশ হলের মূল গেটের বাইরে অবস্থান নেয়। রাত ১২টায় পুলিশ মূল গেটের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। পরে তারা অবরুদ্ধ ছাত্রীদের উদ্ধার করে। হলের ছাত্রীরা জানিয়েছে, ছাত্রদল নেত্রীদের উদ্ধারের পর তারা বিক্ষোভ করতে থাকলে রাত ১টার দিকে পুলিশ তাদের তাড়া করে। এ সময় ছাত্রীরা দৌড়ে আত্মগোপন করে। রাতেই ছাত্রদল নেত্রীরা ২৮ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। রাত ৩টার দিকে মহিলা পুলিশসহ বিপুলসংখ্যক পুলিশ হল ভবনে প্রবেশ করে। তারা কক্ষ থেকে ঘুমন্ত মেয়েদের তুলে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসতে থাকে। পুলিশের তৎপরতায় মেয়েদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারা ছুটোছুটি শুরু করলে পুলিশ বেধড়ক লাঠিপেটা করতে থাকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রী বলেছে, ধর্ষণ ছাড়া পুলিশ সব ধরনের নির্যাতন চালিয়েছে। সকালেও পুলিশ দুই ছাত্রীকে গ্রেফতার করে।

ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ : ছাত্রী হলে পুলিশের অমানবিক হামলার প্রতিবাদে শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা গতকাল সকালে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। লাইব্রেরি ও ক্লাসরুম থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। খবর পেয়ে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ও ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে পৃথক বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। বিক্ষোভমুখর হয়ে ওঠে পুরো ক্যাম্পাস। সকাল থেকেই ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সাধারণ ছাত্রদের মিছিলটি বেলা সাড়ে ১১টায় উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। বাইরের গেটের বাধা অতিক্রম করে তারা মূল গেটের সামনে অবস্থান নেয়। সেখানে তারা কয়েকটি গাড়ি ভাংচুর করে। এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে এবং টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট ছুড়তে থাকে। আতঙ্কিত ছাত্রছাত্রীরা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। তাড়া খেয়ে তারা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা মল চত্বরে রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮/১০টি বাস ভাংচুর করে এবং একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়, প্রক্টরের গাড়ি ভাংচুর এবং ড্রাইভার শামিমকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ ডাসের সামনে সমবেত হলে পুলিশ সেখানেও লাঠিচার্জ এবং টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট ছোড়ে। ছাত্রছাত্রীরা সেখানে ৬/৭টি গাড়ি ভাংচুর করে।

দুপুর সাড়ে ১২টায় ছাত্রদল ক্যাম্পাসে মিছিল শুরু করে। এর পরপরই জাসদ ছাত্রলীগ মধুর কেন্টিন থেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের বাংলাদেশে আগমনের প্রতিবাদে পূর্বনির্ধারিত কালো পতাকা মিছিল ও কুশপুত্তলিকা দাহ কর্মসূচি পালনের জন্য মিছিল শুরু করতেই এডিসি রহিমের নেতৃত্বে পুলিশ তাদের ব্যানার ও কুশপুত্তলিকা কেড়ে নেয়। ছাত্রদলের মিছিলটিও তাদের ওপর চড়াও হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হামলার ছবি তুলতে গেলে ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন একজন ফটো সাংবাদিককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। এ সময় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একটি মিছিল সেখানে উপস্থিত হলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ মধুর কেন্টিন, আইবিএ ভবন ও লেকচার থিয়েটার এলাকায় অসংখ্য টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। ছাত্রছাত্রীরা আইবিএ ভবন ও মধুর কেন্টিন এলাকায় কয়েকটি গাড়ি ভাংচুর করে। এরপর ক্যাম্পাসে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের খণ্ড খণ্ড মিছিল বের হয়। বেলা দেড়টার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। পরিস্থিতি শান্ত রাখতে ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় আহতদের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীনরা হলেন- মিতালী জাহান (২৪) রোকেয়া হল, রীনা (২২) বাংলা চতুর্থ বর্ষ কুয়েত মৈত্রী হল, লাবণী (২২) কুয়েত মৈত্রী হল, মনিরুল হাসান (২০) প্রথম বর্ষ ইসলামের ইতিহাস সূর্যসেন হল, মামুন (২৪) আইন বিভাগ চতুর্থ বর্ষ, খান আসাদুজ্জামান মাসুম (২৭) ব্যবস্থাপনা শেষ বর্ষ, রিংকু (১৮) এফ রহমান হল, শাহিন (২২), মামুন (২০), হাফিজ (২৬), রেজিস্ট্রারের ড্রাইভার শামীম (২৫) ও ক্ষণিকা বাসের সিনিয়র ড্রাইভার রতন (৩৫)। আহতদের মধ্যে শামীম ও রতন ছাত্রদের হামলায় আহত হন। ছাত্ররা রেজিস্ট্রারের প্রাইভেট গাড়ি ভাংচুর করে এবং ড্রাইভার শামীমকে কুপিয়ে আহত করে। ক্ষণিকা বাস ভাংচুরের সময় বাসের ড্রাইভার রতন আহত হন। এছাড়া সবাই পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয়। লাঠিপেটায় ছাত্রছাত্রীদের শরীরের বিভিন্ন স্থান জখম হয়। দুপুর ১২টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আহত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আসা হয়। এ সময় পুলিশের বিভিন্ন সংস্থার লোকজন জরুরি বিভাগ ও ওয়ার্ডে ভিড় জমায়। তারা ওয়াকিটকিতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হাসপাতালে আগত ছাত্রছাত্রীদের নাম পরিচয় জানাতে থাকে।

বেলা সোয়া ২টায় জরুরি বিভাগের বাইরে থেকে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্র মামুন ও ইউসুফ ইকবাল নিউটনকে আটক করে থানায় চালানের প্রস্তুতি নেয়। এ সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা বিমল বিশ্বাস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হাফিজুর রহমান কাজল ছাত্রদের ছেড়ে দিতে পুলিশকে অনুরোধ জানান। পুলিশ তাদের ছাড়তে রাজি না হলে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়। ফটোসাংবাদিক ফিরোজ ছাড়াও হামলার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার মাসুদ আল জাফি (নিউজ টুডে) ও মফিজুল হক আজাদ (জনতা) আহত হয়েছেন। এছাড়া লুসি, শান্তা, মৌসহ ছাত্রদলের ছয়জন এবং দেলোয়ার, মির্জা শামিম, ওবায়েদ, এসএম মালেকসহ ছাত্রলীগের ১০ থেকে ১২ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। ছাত্র ইউনিয়নের আহত নেতাকর্মীদের মধ্যে রয়েছেন- সাইয়েদা আক্তার, সানজিদা শশী, হাসান সওগাতুল্লাহ, এমরান হাসান, ইশরাত জাহান ঊর্মি, মিতা রায়, খান আসাদুজ্জামান প্রমুখ। ছাত্রমৈত্রীর আহত নেতাকর্মীরা হলেন- আবু হাসান টিপু, রফিকুল ইসলাম সুজন, মামুনুর রশীদ, ফারুক হোসেন, রাফিজুল হাসান, অনিক, সুমি, জীবন, কাফুর প্রমুখ। আরও আহত হয়েছেন- প্রশান্ত অধিকারী, মাসুম উদ্দিন, আসমা আইউব, ঝুম্পা, সাবেতুন নাহার প্রমুখ।

তদন্ত কমিটি : শামসুন্নাহার হল এবং ক্যাম্পাসে সংঘটিত ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভারপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্য কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ রাশেদুল হাসানকে আহ্বায়ক করে সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- শহীদুল্লাহ হলে প্রভোস্ট অধ্যাপক আবুল খায়ের, রোকেয়া হলের প্রভোস্ট তাজমেরী এসএ ইসলাম, মৈ হলের প্রভোস্ট তাহমিনা আক্তার, মুহসীন হলের প্রভোস্ট হাসিবুর রশীদ, ফজিলাতুন্নে মুজিব হলের প্রভোস্ট নাসরিন আহমদ এবং প্রক্টর নজরুল ইসলাম। দোষীদের চিহ্নিত কে শাস্তি গ্রহণের সুপারিশসহ আগামী ২৭ জুলাই দুপুর ১২টার মধ্যে রিপোর্ট পেশের জন, কমিটিকে সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। গতকাল উপাচার্য ভবনে অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

ক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য : শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন শামসুন্নাহার হলে পুরুষ শের প্রবেশ, ছাত্রীদের মারধর, তাদের লাঞ্ছিত করার ঘটনা অস্বীকার করে বলেছেন, হলে ষ পুলিশ যায়নি, মহিলা পুলিশ গিয়েছিল। গতকাল বিবিসিকে তিনি আরও বলেন, ওই লর ছাত্রলীগের ছাত্রীরা যে ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছিল তাতে যে কোন ধরনের অঘটন ঘটতে ারত। তাই পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। তবে পুরুষ নয় মহিলা পুলিশ। হলে ছাত্রদলের বহিরাগত মেয়েদের অনুপ্রবেশের অভিযোগও নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা হলে কোন বহিরাগত থাকে না। আর যদি থাকে তবে এজন্য প্রভোস্টই দায়ী।

প্রভোস্টের বক্তব্য : অধ্যাপিকা সুলতানা শফি গতকাল বিবিসিকে বলেন, রাজনৈতিক কারণে পরিকল্পিতভাবে রাতে হলে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তিনি বলেন, কয়েকজন হাউজ টিউটর ছাত্রদলের বহিরাগত মেয়েদের নিয়ে অফিস স্টাফদের বের করে দেয়। এরপর অফিসে তালা দেয়া হয়। তিনি জানান, তার কক্ষের দরজায়ও সিলগালা দেয়া হয়। তিনি জানান, এ ঘটনায় হলের সাধারণ ছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাদের যুক্তি ছিল হাউজ টিউটররা কেন বহিরাগতদের হলে ঢুকাবে এবং অফিসে তালা দেবে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রীরা নেমে পড়ে বলে তিনি জানান। এর পরপরই পুলিশ হলে ঢুকে সমানে পেটাতে শুরু করে। অধ্যাপিকা শফি বলেন, তার গায়েও ওই লাঠির আঘাত লাগে। এ সময় তিনি কোন মতে ঘটনাস্থল থেকে নিজের বাসায় চলে আসেন। কিন্তু বাসায় থাকা নিরাপদ নয় মনে করে ক্যাম্পাসের বাইরে চলে যান। উপচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ছাত্রদলও হলে ঢোকার কথা অস্বীকার করেছে।

নিন্দা ও প্রতিবাদ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও বিক্ষোভকারী সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং এ সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর পুলিশের হামলার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন াজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী ও ছাত্র সংগঠন। পৃথক বিবৃতিতে তারা এ ন্দা জানায়। বিবৃতিদাতারা হলেন- ১১ দলের নেতা রাশেদ খান মেনন, সাইফউদ্দিন াহমেদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, খালেকুজ্জামান ও নির্মল সেন, ওয়ার্কার্স পার্টির সাধার' ম্পাদক বিমল বিশ্বাস, কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মনজুরুল আহসান খান, বাসদ াহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান, জাতীয় গণফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়ক টিপু বিশ্বাস, জাস' সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু প্রমুখ। এছাড়া আরও যেসব সংগঠন নিন্দা ও প্রতি জানিয়েছে সেগুলো হচ্ছে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতি, জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, যুব ইউনিয়ন, বাসদ ছাত্র ছাত্রমৈত্রী ও ছাত্র ফেডারেশন। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৮ জন শিক্ষক গতকাল বিবৃতিতে এ ঘটনায় নিন্দা এবং উপাচার্যের অপসারণ দাবি করেছেন। বিবৃতি প্রদানক শিক্ষকরা হলেন- অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, মো: শাহাদত আলী, মেসবাহ উদ্দিন আনোয়ার হোসেন, এসএম মাহফুজুর রহমান, মো: মোস্তফা চৌধুরী, জেডএম নওশের আলী খান, আরআইএম আমীনুর রশীদ, সুলতানা শফি, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, হারুন অর রশীদ, আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কাজী শহীদুল্লাহ, শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়া, রতন লাল চক্রবর্তী প্রমুখ।